যায়যায়দিন
তারিখ ... 05 NOV 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে পরিচালনা করার পাঁয়তারা চলছে

২০ অক্টোবর ২০০৫ তারিখ জগন্নাথ কলেজকে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে রূপান্তরিত করে আইন পাস করা হয়। কিন্তু গেজেটের কয়েকটি ধারা নিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক অসন্তোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বারবার সংশোধনের প্রস্তাব করা হলেও সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি নীরব ভূমিকা পালন করছে। এ গেজেট পরিবর্তন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে নতুন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঙ্কট বাড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গেজেট ২০০৫-এর তিনটি ধারায় সংশোধন আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছে। আইনের ২৭(১)-ধারায় বলা হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিচালন ব্যয় (মূলধন ব্যয় ছাড়া) প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য বেতন ও ফিস নির্ধারিত হবে।'

এ ধারাটির ফলে বছর বছর শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ফি, অন্যান্য বেতনাদি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা হয়তো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অবস্থান করবে। বর্তমানে অন্যান্য ব্যয়ের তুলনায় ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন গড়ে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার ২০০৭-০৮ সেশনে ভর্তি হতে একজন শিক্ষার্থীর ১৫ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। যা একটি দরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বহন করা কষ্টকর। বিভিন্ন বেতন-ভাতাদি কমানোর দাবিতে গত তিন বছরে বহুবার শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছে। সরকার একদিকে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিলেও ওই ধারার কারণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে আসা দরিদ্র মেধাবীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ধারা ২৭(৪)- 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় যোগান সরকার থেকে প্রদেয় অর্থ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং পঞ্চম বছর থেকে এ ব্যয়ের শতভাগ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ও উৎস থেকে বহন করতে হবে।'

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়টি বড় ধরনের আর্থিক সঙ্কটে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বাজেটের ৮০ ভাগ অর্থই শিক্ষক এবং কর্মকর্তার বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয় হয়। যে বিশ্ববিদ্যালয়টি অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। যার নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস নেই, পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্লাসরুম নেই কিংবা বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য নেই ল্যাব, যাতায়াতের জন্য নেই পর্যাপ্ত বাস, সেখানে মাত্র পাঁচ বছর সময়সীমা কতোটুকু যুক্তিযুক্ত। আর অন্যসব পাবলিক ইউনিভার্সিটি যদি সরকারের আনুকূল্য পায় তবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষটা কোথায়? এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, জগন্নাথকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় করার পাঁয়তারা চলছে।

ধারা ৫৬/৩(ক)- 'বিলুপ্ত কলেজের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা কর্মকর্তা হিসেবে আত্মীভূত হবেন না।' জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট অনুযায়ী বিলুপ্ত কলেজের শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ না করে পাঁচ বছরের জন্য ডেপুটেশন দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক থেকে শুরু করে অধ্যাপক পর্যন্ত প্রায় ৭০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে এ নিয়ে দর কষাকষি ক্যাম্পাসে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। জবিতে শিক্ষকদের দুই গ্রুপে পদ নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই এখন তুঙ্গে। তাই প্রসাশনে চলছে ধীর গতি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্ট সার্ভিস রুলস, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্ষদ গঠনসহ বেশকিছু বিষয়ে শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষ।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা গেছে, ছাত্র শিক্ষক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে তিনটি ধারা নিয়ে বির্তক রয়েছে সেগুলো সংশোধনের জন্য একটি সুপারিশ পাঠানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

এম মামুন হোসেন